দৈনিক সংবাদ
তারিখ 04 FEB 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1
তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
46

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৯৫

শিক্ষার অগ্রগতি : স্বপ্নে ও বাস্তবে

শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন যে, শিক্ষার বিকল্প নেই। গণশিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষাকে সার্বজনীন করার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা বিরাজ করছে এবং শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক স্বীকার্য। শিক্ষায় অগ্রসর দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালে এই সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

শিক্ষা কী ধরনের হওয়া উচিত এবং শিক্ষানীতির প্রশ্নটি হল সমস্যার একটি দিক। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সংকটেরও একটা দিক রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে তা শুধু পরীক্ষায় নকলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে নকল রোধ সম্পর্কে অতীতে প্রশ্ন উঠেছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তা আলোচনা এখানে প্রয়োজন নেই।

যেটা এ মুহূর্তে উল্লেখ করা দরকার তা হল যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নানা ধরনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আর এসব সমস্যার সমাধান না হলে শিক্ষা সংকট বলতে যা বুঝি তা বক্তৃতা দিয়ে, সদিচ্ছা ব্যক্ত করে সমাধান করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা সপ্তাহ যখন শুরু হয়েছে তখন আরও একটি খবর বেরিয়েছে শিক্ষার উপর তা হল কলেজগুলোতে ২000 শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের খালি পদের সংখ্যা এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী। প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্য পদ কমপক্ষে ২০ হাজার হবে।

গণশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অবিলম্বে দ্বিগুণ করা দরকার। যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা; গাছতলায় ছাত্রদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে ইত্যাদি ধরনের খবর প্রকাশিত হয়, সেখানে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা এবং তা কাজে পরিণত করার সম্ভাবনা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

সুতরাং শিক্ষা সপ্তাহে যে কথা বলা হয়, তাকে আশার বাণীও বলা চলে না বরং বলা চলে স্বপ্ন দেখা এবং তাও দিবাস্বপ্ন। কথাটা শুনতে রূঢ় মনে হতে পারে কিন্তু এটাই শিক্ষাঙ্গনের বাস্তব চিত্র।

শিক্ষার কোন স্তরেই শিক্ষাদানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। এর বড় প্রমাণ রাজধানীর কয়েকটি নামী স্কুলে ছাত্রভর্তির জন্য ভিড় হয়। বেসরকারী ২/১টি বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির কোন ভিড় নেই। ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়। বেশীর ভাগ বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়েছে।

এরকম পরিস্থিতির মুখে ১৯৯২ সালে শতকরা 8০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন এবং ২000 সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাস্তবসম্মত কর্মসূচী নয়। বড়জোর আশাবাদী একটা ধ্যান-ধারণা হিসাবে আমরা গণ্য করতে পারি। নৈরাশ্যপীড়িত হওয়ার চেয়ে সকলের সামনে আশার আলো তুলে ধরা শ্রেয়, সে কথাটা মানি কিন্তু সেটাই অর্জিত বলে দাবী যেন না করি।

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে এমন দাবী তো সত্য নয়। তাছাড়া টাকার অংকে হিসাবের পরিমাণ না দেখিয়ে প্রকৃত বৃদ্ধির হার কত সেটা উল্লেখ করা ভাল। মুদ্রাস্ফীতির দিকটা অস্বীকার করে, টাকার অবমূল্যায়নকে গণনার মধ্যে না এনে টাকার অঙ্ক দ্বারা অগ্রগতি চিহ্নিত হয় না। এযাবৎ বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। বর্তমান বাজেটে তা দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে আনা হয়েছে। অথচ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণের ব্যয় অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে গিয়েছে।

শিক্ষার উন্নতির জন্য নতুন কার্যক্রম নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ আবদুল বারী তাঁর এক নিবন্ধে শিক্ষা ক্ষেত্রের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেমন উপযুক্তভাবে চিহ্নিত করা হয়নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা শিক্ষা অর্জন করেছেন, তারা তাদের অধীত বিদ্যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারছেন না। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এবং কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন তাও যেমন নির্ধারিত করা হয় না, তেমনি যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নেই।

সর্বোপরি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এখন যে পর্যায়ে উপনীত, প্রথমে প্রয়োজন তাকে নিরাময় ও স্থিতিশীল করা। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের গাল-ভরা কথা বলে কার্যক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দূর না করে নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলা শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর শূন্যতাকেই উৎসাহিত করা হবে। যা আছে তা যদি টিকিয়ে রাখার শক্তি না থাকে, তবে নতুন করে কিছু গড়ার জন্য যে প্রবল শক্তির দরকার তা কীভাবে অর্জিত হবে, সেকথাটা সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের অবকাঠামো একথাটা সকলেই বলে আসছেন। কিন্তু সেই শিক্ষার নিজস্ব অবকাঠামো এখন ক্রমাগত ভাঙ্গছে। সেই ভাঙ্গনের বেগ প্রথমে রোধ করতে হবে। তারপর শিক্ষার অবকাঠামো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেই বলা সম্ভব শিক্ষা জাতীয় উন্নতির অবকাঠামো।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে বিরাজমান অব্যবস্থা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, অভাব অভিযোগগুলো দূর করে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে শিক্ষাঙ্গনকে ব্যবহার করার মানসিকতা বর্জন করেই শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিকে প্রশ্রয় ও প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দানের জন্য, ফলে ঊর্ধ্বতন মহলকে সন্তুষ্ট রাখার দিকে যতটা দৃষ্টি দেওয়া হয়, শিক্ষাদানের দিকটি ততখানিই অবহেলিত হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু এ যাবৎ শিক্ষার হার গত কয়েক দশকে এত হাঁকডাক সত্ত্বেও কার্যতঃ শতকরা তিন ভাগও বেড়েছে কিনা সন্দেহ; সেখানে মাত্র আগামী চার বছরে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৬ ভাগ থেকে 8০ ভাগে উন্নীত করা মুখের কথা নয়। বিশেষতঃ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্রের সংখ্যা কমছে। উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সংকুচিত হচ্ছে, ব্যয়বহুল শিক্ষা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে ক্রমেই চলে যাচ্ছে। এই সত্য এবং বাস্তবতাকে সামনে রেখেই গণশিক্ষা প্রবর্তনও সার্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের উপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সর্বোপরি একথাটা যেন সবাই স্মরণে রাখেন যে, শিক্ষার অগ্রগতির মাপকাঠি হল কী পরিমাণ শিক্ষিতের হার বেড়েছে সেটাই, টাকার অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়।